কেমন ছিল প্রিয়নবীর আলাপচারিতা

ড. রাগিব সারজানি

কেমন ছিল প্রিয়নবীর আলাপচারিতা

[রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবায়ে কেরাম রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমের মধ্যকার কথোপকথন]

অনুবাদ
মাহদি হাসান

সম্পাদনা
আলী হাসান উসামা

মাকতাবাতুল হাসান

কেমন ছিল প্রিয়নবীর আলাপচারিতা

প্রথম সংস্করণ : জুন ২০১৯

গ্রন্থস্বত্ব : প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

মাকতাবাতুল হাসানের পক্ষে প্রকাশক মো. রাকিবুল হাসান খান কর্তৃক প্রকাশিত ও শাহরিয়ার প্রিন্টার্স, ৪/১ পাটুয়াটুলি লেন, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।

প্রকাশনায়
মাকতাবাতুল হাসান
মাদানীনগর মাদরাসা রোড, চিটাগাং রোড, নারায়ণগঞ্জ
৩৭, নর্থ ব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা
০১৭৮৭০০৭০৩০

অনলাইন পরিবেশক
নিয়ামাহ, রকমারি, ওয়াফি লাইফ, সিজদা, বই বাজার

প্রচ্ছদ : আবুল ফাতাহ মুন্না
ISBN : 978-984-8012-31-4

মূল্য : ১৬০/- টাকা মাত্র

Kemon Chilo Prionobir Aalapcharita
by Dr. Ragheb Sergani
Published by : Maktabatul Hasan. Bangladesh
E-mail: rakib1203@gmail.com Facebook/maktabahasan
www.maktabatulhasan.com

।। উৎসর্জন ।।

হৃদয়ের মর্মে মর্মে ধ্বনিত একটি নাম পরম শ্রদ্ধেয় মাওলানা সাইফুল্লাহ দা. বা.—যাঁর আলাপচারিতায় খুঁজে পেতাম রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথোপকথনের ছোঁয়া, মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে হুজুরের সুদীর্ঘ সুস্থতা এবং হায়াতে তাইয়্যিবার প্রত্যাশায়।

—মাহদি হাসান

©
প্রকাশক

প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ছাড়া এ বইয়ের কোনো অংশের পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না, কোনো যান্ত্রিক উপায়ে প্রতিলিপি করা যাবে না, ডিস্ক বা তথ্যসংরক্ষণের কোনো যান্ত্রিক পদ্ধতিতে উৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না। এ শর্তের লঙ্ঘন আইনী দৃষ্টিকোণ থেকে দণ্ডনীয়।

সূ চি প ত্র

বিষয় **পৃষ্ঠা**

অনুবাদকের কথা ৯

ভূমিকা ১৩

সাহাবায়ে কেরাম রাযি.-এর সাথে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথোপকথনের বৈশিষ্ট্য

পরিচিত হওয়া ১৭

সাথির প্রতি নমনীয়তার চিহ্ন ২২

শিক্ষাপ্রদান ২৪

সন্দেহ দূরীকরণ ২৬

বিভিন্ন মামলা-মোকাদ্দমা সম্পর্কে অনুসন্ধান এবং রায় প্রদান ২৮

পরামর্শের মাধ্যমে সবচেয়ে সুন্দর মতের অনুসন্ধান ২৯

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথোপকথনে সুন্দর উপস্থাপনা

প্রকাশভঙ্গি এবং শব্দচয়ন ৩৫

অপরের প্রতি নিবিড় মনোযোগ স্থাপন ৩৬

কথোপকথনের সময় মুচকি হাসা ৩৮

অপরের মত গ্রহণ এবং দীর্ঘ সংলাপে না যাওয়া ৪০

অপর পক্ষের বিরক্তির ওপর ধৈর্যধারণ ৪৩

মহৎ হৃদয় এবং অপর পক্ষের মাত্রাতিরিক্ত প্রশ্নে বিরক্তি প্রকাশ না করা ৪৫

অপর পক্ষের মানসিক অবস্থা নির্ণয় ৪৬

অপর পক্ষকে সাহায্য করা এবং তার সাহস বাড়ানোর প্রতি আগ্রহী হওয়া ৪৮

বিষয় **পৃষ্ঠা**

অপর পক্ষকে প্রশ্নে জর্জরিত না করা, বিশেষ করে জনসম্মুখে ৪৯

কোনো বস্তু সম্পর্কে অজ্ঞাত হলে সে ব্যাপারে নীরবতা অবলম্বন করা এবং কোনো বিষয়ে অজানা থাকলে সে ব্যাপারে ফতোয়া না দেওয়া.. ৫৪

মানুষ যা বুঝবে এবং অনুধাবন করতে পারবে, তা-ই বলা ৫৬

উত্তর প্রদানের ক্ষেত্রে প্রশ্ন অনুযায়ী সীমাবদ্ধতা, প্রশ্নকারীর আগ্রহের ওপর নির্ভর করে উত্তরে সংযুক্তি আর কখনো কখনো উপহার হিসেবে সামান্য পরিমাণ বৃদ্ধি করা ৫৮

কারও সাধারণ ভুল-ত্রুটি নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ না করা ৬১

মিথ্যাচার এবং তোষামোদ বর্জিত প্রশংসা ৬৩

অপর পক্ষ হতে তুচ্ছ কোনো ভুল প্রকাশ পেলে দ্রুততার সাথে মৃদু তিরস্কার করে শুধরে দেওয়া ৬৫

সত্যের প্রতি জোর দেওয়া ৬৭

গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি মনোনিবেশ করা এবং অনর্থক বিষয়ে প্রবেশ না করা ৬৯

বিরক্তি দূরীকরণ এবং দৃষ্টি আকর্ষণের প্রতি আগ্রহী হওয়া ৭১

স্পষ্টতা এবং সংশয়হীনতা ৭৪

অপর পক্ষের রূঢ় আচরণ অথবা তাদের থেকে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যথাযোগ্য সম্মান প্রদান না করার ওপর ধৈর্যধারণ ৭৮

অপরের প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ ৮০

পরিশিষ্ট ৮৩

অনুবাদকের কথা

আমাদের প্রতিটি কথাই যেন হয় সাওয়াবের উদ্দেশ্যে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—

«إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا ؛ أَوْ إِنَّ بَعْضَ الْبَيَانِ سِحْرٌ»

"নিশ্চয়ই কিছু কিছু কথায় রয়েছে জাদু (অথবা বলেছেন,) কোনো কোনো কথাই হচ্ছে জাদু।"[১]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই সংক্ষিপ্ত হাদিসটি জানিয়ে দিচ্ছে কথার গুরুত্ব। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় বস্তু হচ্ছে কথা। আমাদের প্রাত্যহিক প্রয়োজন মেটাতে কথা বলার বিকল্প নেই। তাই মানুষের জীবনে কথার অপরিসীম গুরুত্ব স্পষ্টভাবেই বুঝে আসে। তবে আমাদের প্রায় কথাগুলোই হয় অনর্থক। আমরা শুধু সময় কাটানোর লক্ষ্যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কথা বলে কাটিয়ে দিই। প্রায় ক্ষেত্রেই দেখা যায়, আমাদের অনর্থক কথাবার্তাগুলো ডেকে আনে ঝগড়া-বিবাদ।

একটু ভাবুন তো, আমরা প্রতিদিন যে এত কথা বলি, যদি প্রতিটি কথার বিনিময়ে সাওয়াব পাওয়া যেত তাহলে কেমন হতো? নিশ্চয়ই আমাদের আমলনামায় যোগ হতো নেকির এক বিরাট অংশ। মুমিনের জীবনে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় বস্তু হচ্ছে নেকি।

[১] সহিহ বুখারি, পরিচ্ছেদ : চিকিৎসা, অধ্যায় : নিশ্চয়ই কোনো কোনো কথায় রয়েছে জাদু, হাদিস নং-৫৭৬৭।

ভাবছেন, প্রতিটি কথার মাধ্যমে সাওয়াব কীভাবে পাবেন? আপনার মনে উদিত হওয়া সকল প্রশ্নের জবাব দিতেই আজ থেকে সাড়ে চৌদ্দ শ বছর পূর্বে আল্লাহ তাআলা ধরার বুকে প্রেরিত করেছিলেন তার প্রিয় বান্দা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে। আর পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করে দিয়েছেন—

﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾

"নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাঝে উত্তম আদর্শ রয়েছে।"

[সুরা আহযাব : ২১]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতিটি কাজেই ছিলেন উম্মাহর আদর্শ। প্রত্যেক ব্যক্তিই তার নির্দিষ্ট অবস্থান থেকে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবন হতে উপকার লাভ করতে পারবে। তিনি তার প্রতিটি ক্ষুদ্র পদক্ষেপেই আমাদের জন্য আদর্শের বীজ বপন করে গেছেন। এমনকি তার কোনো কথাই আদর্শ থেকে খালি নয়। তার প্রতিটি কথায় লুকিয়ে আছে হাজারো মণি-মুক্তোর সৌন্দর্য।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কথোপকথনের সঙ্গী হিসেবে পেয়েছিলেন সাহাবায়ে কেরামকে। কতই না উত্তম সঙ্গী ছিলেন তারা! তাইতো তাদের মধ্যকার কথোপকথন ছিল সবচেয়ে সুন্দর কথোপকথন।

বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে এই গ্রন্থটি যে অতি চমৎকার এক পরিবেশনা—তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

প্রখ্যাত লেখক ও গবেষক ড. রাগিব সারজানি তার কলমের ডগায় তুলে এনেছেন এক অতি চমৎকার বিষয়বস্তু। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথার বৈশিষ্ট্যগুলোকে তুলে ধরেছেন আমাদের

সামনে। অথচ কখনো ভাবিইনি যে, কথারও বৈশিষ্ট্য থাকতে পারে। তিনি ব্যক্ত করেছেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতিটি কথার পেছনেই ছিল মহৎ উদ্দেশ্য। তার প্রতিটি কথায় ছিল উপস্থাপনাগত চমৎকারিতা, ভাষাগত উৎকর্ষ।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কোনো কথায় পাষাণ হৃদয়কে মোমের মতো গলিয়ে দিয়েছিলেন। তার আন্তরিক কথোপকথনে মুগ্ধ হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন আবু যর গিফারী রাযি.। ইসলামের প্রতি চরম বিদ্বেষ লালনকারী হিন্দা বিনতে উতবা হয়ে গিয়েছিলেন ইসলামের তরে জীবন উৎসর্গকারী।

তাই আর দেরি না করে চলুন প্রবেশ করি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথোপকথনের সৌন্দর্যের ভুবনে। আমাদের প্রতিটি কথায় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথার বৈশিষ্ট্যকে অনুসরণ করে আমাদের প্রতিটি কথাকেই সাওয়াবসমৃদ্ধ করে তুলি আর অর্জন করে নিই পরকালে বিচার দিবসের অমূল্য পাথেয়। হয়তো আপনার একটি কথাই হতে পারে পরকালে নাজাতের ওসিলা। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে তাওফিক দান করুন।

মাহদি হাসান
সিরাজদিখান, মুন্সীগঞ্জ।

ভূমিকা

[সাহাবায়ে কেরাম রাযি.-এর সাথে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথোপকথন]

শিক্ষাব্যবস্থা এবং যোগাযোগের অন্যান্য মাধ্যম আবিষ্কৃত হওয়ার আগ থেকেই মানুষের মাঝে পারস্পরিক যোগাযোগ রক্ষার মৌলিক মাধ্যম ছিল পরস্পরে কথা বিনিময় করা। মানুষ একটি সামাজিক জীব। তারা সাধারণত দলবদ্ধভাবেই বসবাস করে। তাই দলবদ্ধভাবে জীবনযাপনে সক্ষম হতে এবং নিজের মৌলিক প্রয়োজনাদি ব্যক্ত করতে পরস্পর কথোপকথন অত্যাবশ্যকীয়। তাই একটি শিশু পর্যন্তও পিতা-মাতার কাছ থেকে তার প্রয়োজনীয় বস্তু চেয়ে নেয়।

যারা ইনসাফের সাথে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবন নিয়ে গবেষণা করেন, তারা সকলেই জানেন যে, নিশ্চয়ই মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন একজন সত্যিকারের রাসুল, প্রকৃত নবী। কেননা, কোনো মানুষের পক্ষেই তার জীবনযাপনে এবং আচার-ব্যবহারে মানবিক শ্রেষ্ঠত্বের সারনির্যাসের সমন্বয় ঘটানো সম্ভব নয়। আর মানুষের সাথে আচার-ব্যবহারে যে সকল মানবিক মাধ্যম রয়েছে, সেগুলোর উচ্চাঙ্গের বৈশিষ্ট্য কেবল ওহিপ্রাপ্ত নবীগণই অর্জন করতে পারেন।

নিশ্চয়ই প্রত্যেক গবেষক এবং বিশেষজ্ঞ তার অবস্থান থেকে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনের যেকোনো নির্দিষ্ট দিক সম্পর্কে জানতে পারবে। তাই একজন খাঁটি দ্বীনের পথে আহ্বানকারী যেমন পাবেন তার কাঙ্ক্ষিত বস্তু, তেমনি একজন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বও শিখতে পারবেন পরিপূর্ণ পাঠ। সেনা পরিচালক অর্জন করতে পারবেন তার উদ্দেশ্য। এমনিভাবে শারীরিক চিকিৎসকও রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবন থেকে অবশ্যই শিক্ষা লাভ করতে পারবেন। কেনই বা পারবেন না?

আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে বলেছেন—

﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا﴾

"নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসুলের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ; যারা আল্লাহ এবং আখেরাত দিবসের প্রত্যাশা করে এবং আল্লাহ তাআলাকে অধিক পরিমাণে স্মরণ করে, তাদের জন্য।"

[সুরা আহযাব : ২১]

এদিক বিবেচনায়, স্বাভাবিকভাবেই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কথোপকথনের দিক দিয়েও সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। তিনি কথোপকথনের নিয়মকানুন, উপকারিতা, পদ্ধতিসমূহ, শিষ্টাচার এবং রীতি-নীতি শিখিয়েছেন। তিনি তার সারা জীবনব্যাপী সবচেয়ে উত্তম পদ্ধতিতে কথাবার্তা বিনিময় করেছেন। এ ক্ষেত্রে মুসলিম-কাফের, পুরুষ-নারী, শিশু-বৃদ্ধ সকলের সাথেই সমান আচরণ করেছেন।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অপরদের সাথে যোগাযোগ এবং সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার মাধ্যম হিসেবে কথোপকথনের সেবা গ্রহণ করেছেন।

পারস্পরিক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা ছিল রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনের বিরাটতম এক দায়িত্ব। প্রত্যেক রাসুলের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হচ্ছে দাওয়াত ও তাবলিগ। পাশের মানুষদের সাথে কথোপকথন ব্যতীত এ দায়িত্ব সম্পাদন কিছুতেই সম্ভব নয়।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন—

﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ۖ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ﴾

"হে রাসুল, আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আপনার প্রতি যা কিছু অবতীর্ণ করা হয়েছে, আপনি তা পৌঁছে দিন। আর যদি আপনি এরূপ না করেন তবে আপনি তাঁর পয়গাম কিছুই পৌঁছালেন না।"

[সুরা মায়িদাহ : ৬৭]

একজন রাসুলের জন্য কখনোই অন্তর্মুখী এবং বিচ্ছিন্ন হওয়া ঠিক নয়। কঠোর স্বভাবের হওয়া তো দূরের কথা, তার জন্য মানুষের সাথে কথা না বলা এবং ওঠাবসা না করাও দূষণীয়।

আল্লাহ তাআলা বলেন—

﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ﴾

"আল্লাহর রহমতেই আপনি তাদের জন্য কোমল হৃদয় হয়েছেন। পক্ষান্তরে আপনি যদি রাগী ও কঠিন হৃদয়ের হতেন তাহলে তারা আপনার আশপাশ থেকে সরে গিয়ে বিক্ষিপ্ত হয়ে যেত।"

[সুরা আলে-ইমরান : ১৫৯]

সুতরাং পূর্ণাঙ্গ পদ্ধতিতে তাবলিগের দায়িত্ব আঞ্জাম দেওয়া এবং মানবঅন্তরের সাথে সৌহার্দ্য প্রতিষ্ঠার কাজ কথোপকথনের ওপর নির্ভরতার সাথে সম্পৃক্ত। এটিই পরস্পর যোগাযোগ স্থাপনের মাধ্যম।

এমনিভাবে যদি প্রশ্ন করা হয়, কথোপকথন পরস্পর দয়া প্রতিষ্ঠার মাধ্যম কি?

উত্তরে বলব, হ্যাঁ, এটি পরস্পর দয়া প্রতিষ্ঠারও মাধ্যম।

কেননা, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন দয়ালু এবং ভালোবাসার মূর্তপ্রতীক। তার দয়া ছিল এক সামগ্রিক উপাদান; যা তার প্রতিটি কথোপকথন থেকেই উদ্ভাসিত হতো।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুমিন এবং কাফেরদের সাথে কথাবার্তা বলেছেন। প্রত্যেকের সাথে কথোপকথনেই দয়া, উদারতা এবং কোমলতার প্রকাশ থাকত। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনোই কারও প্রতি কঠোরতা প্রদর্শন করেননি। কোনো ব্যক্তি যতই ছোট হোক এবং মানুষের মাঝে তার অবস্থান যতই তুচ্ছ হোক, তিনি কারও সাথে দুর্ব্যবহার করেননি।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কথা বলতেন কোমলতা এবং দয়া ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য, মানুষকে শিক্ষা এবং শিষ্টাচার প্রদানের জন্য, উদারতার বার্তা বিলিয়ে দেওয়ার জন্য কিংবা প্রতিবেশীর সাথে সম্প্রীতি বজায় রেখে বসবাস করার জন্য। আর এ সকল বৈশিষ্ট্যের জন্য দয়ার প্রয়োজন অনস্বীকার্য।

আল্লাহ তাআলা যথার্থই বলেছেন—

﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ﴾

"আমি আপনাকে বিশ্ববাসীর জন্যে রহমতস্বরূপই প্রেরণ করেছি।"

[সুরা আম্বিয়া : ১০৭]

এতদ্‌সত্ত্বেও অনেক মুসলমান পশ্চিমা বইপত্রে কথোপকথন এবং অপরের সাথে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠার রীতি-নীতি খুঁজে বেড়ায়। অথচ লেখক এবং রচয়িতাগণ তাদের দক্ষতা সত্ত্বেও কথোপকথন এবং পারস্পরিক যোগাযোগ প্রতিষ্ঠায় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দক্ষতা এবং যোগ্যতার ধারেকাছেও পৌঁছুতে পারবে না।

বক্ষ্যমাণ গ্রন্থে আমরা সাহাবায়ে কেরাম রাযি.-এর সাথে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথোপকথন সম্পর্কে আলোচনা করব। যদিও রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক দলের মানুষ তথা মুসলিম-কাফের, পুরুষ-নারী এবং স্বাধীন-দাসদের সাথে অনেক পদ্ধতিতে কথা বলেছেন। জীবনের প্রতিটি পর্যায় তথা পরিচিতি থেকে শুরু করে শিক্ষা প্রদান, দান-সদকা এবং অন্যের সাথে কথা বলা প্রভৃতি কাজে তিনি বিভিন্ন আঙ্গিকে কথোপকথন করেছেন। তবুও বক্ষ্যমাণ গ্রন্থে আমরা এর কিছু উদাহরণ উপস্থাপন করার চেষ্টা করব। যদিও তা সম্পূর্ণরূপে ফুটিয়ে তোলা অসম্ভব ব্যাপার।

এই গ্রন্থটি তুলে ধরবে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় সাহাবায়ে কেরামের সাথে তার কথোপকথনের বিভিন্ন পর্যায়। যাতে করে প্রকৃতপক্ষে এই উপকারিতা সাব্যস্ত করা যায় যে, নিশ্চয়ই কথোপকথন ছিল রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনব্যবস্থার অন্যতম একটি শিক্ষণীয় উপকরণ। আকস্মিক অবস্থাতেও তা কোনো অনর্থক কথাবার্তা ছিল না।

কেননা, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো ডিক্টেটর তথা একনায়ক ছিলেন না যে, তিনি শুধু আদেশ-নিষেধ প্রদান করেই ক্ষান্ত থাকবেন। অধিকাংশ মানুষ তাদের গৃহে অথবা অধিকাংশ শাসক তাদের রাজত্বে অন্যের সিদ্ধান্ত শ্রবণের ধৈর্য রাখে না। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের মতো ছিলেন না। বরং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অপরের সাথে যথেষ্ট পরিমাণে কথোপকথন করতেন আর তিনি ছিলেন চমৎকার শ্রোতা। এই গ্রন্থে অচিরেই তা প্রমাণিত হবে। সে জন্য আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ প্রার্থনা করছি।

সাহাবায়ে কেরাম রাযি.-এর সাথে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথোপকথনের বৈশিষ্ট্য

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরাম রাযি.-এর সাথে দুইটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী সর্বদা কথাবার্তা বলতেন। যথা :

১. মহৎ উদ্দেশ্য।

২. সুন্দর উপস্থাপনা।

এ জন্য বক্ষ্যমাণ গ্রন্থের আলোচনা এ দুটি বৈশিষ্ট্যকে কেন্দ্র করেই হবে।

সাহাবায়ে কেরামের সাথে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথোপকথনের উদ্দেশ্যগত সৌন্দর্য—

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সময়ক্ষেপণ অথবা অবসর কাটানোর জন্য কথাবার্তা বলতেন না। এমনিভাবে ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হওয়া এবং তর্কে জয়ী হওয়ার জন্যও না। তার কথোপকথন ছিল চমৎকার সব উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য। অধিকাংশ সময়ে তিনি তার এক কথায় একাধিক উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করতেন। অথবা সেগুলোর প্রত্যেকটি উদ্দেশ্যই তার এক কথায় বাস্তবায়িত হতো। সে উদ্দেশ্যগুলো হচ্ছে—

১. পরিচিত হওয়া

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কথোপকথনের মাধ্যমে অপরের সাথে পরিচিত হতেন। মুহাম্মদ ইবনে কা'ব আল কুরজি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তায়েফ সফর এবং তার সাথে সাকিফ গোত্রের আচরণের কথা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন,

'তারা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রবি'আ ইবনে আব্দুশ শামসের দুই পুত্র উতবা এবং শাইবার বাগানে আশ্রয় নিতে বাধ্য করল। উতবা এবং শাইবা সেখানেই ছিল। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি আঙুর বৃক্ষের ছায়ায় বসলেন। রবি'আর দুই পুত্র তাকে পর্যবেক্ষণ করছিল। তায়েফের গর্দভরা রাসুলের সাথে যে আচরণ করেছে, তারা তা-ও